ঠাকুরগাঁও কর্মশালা ও আলোচনা

যুব কর্মসংস্থান ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা
সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের প্রত্যাশা

উপস্থাপনা

ডঃ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

২৬ আগস্ট, ২০১৯; ঠাকুরগাঁও

www.cpd.org.bd

বিশেষ ধন্যবাদ

ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

সহযোগিতা

আবু সালেহ মোঃ শামীম আলম শিবলী

ইন্টার্ন, সিপিডি

সূচি

১. কর্মশালার/ গবেষণার প্রেক্ষাপট

২. যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণিত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

৩. গবেষণার বিশ্লেষণমূলক কাঠামো

৪. গবেষণার জন্য প্রনিত পদ্ধতি

৫. বাংলাদেশের কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণ: ২০২৪ এবং ২০৩০

৬. রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি

৭. রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

৮. ঠাকুরগাঁও জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবকদের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি

৯. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

কর্মশালার/ গবেষণার প্রেক্ষাপট

১. বাংলাদেশে ১৫ - ২৪ বছর বয়সের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ যুব শ্রম শক্তি রয়েছে যার ৭৪ লক্ষ পুরুষ এবং ৩৭ লক্ষ মহিলা।

- *যারা মোট শ্রমশক্তির ১৭.৩% এবং পুরুষ শ্রমশক্তির ১৭.০% এবং মহিলা শ্রমশক্তির ১৮.৫%।*
- *যুবসমাজের একটি বর্ধিত অংশ (যাদের বয়স ১৫-২৯ বছর) প্রায় ২ কোটি, যার মধ্যে ১ কোটি ৩১ লক্ষ পুরুষ এবং ৭০ লক্ষ মহিলা শ্রমশক্তির সমষ্টি।*

২. বাংলাদেশের 'জনমিতিক লভ্যাংশ' থেকে যুবশ্রমশক্তির পূর্ণাঙ্গ উপযোগিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবহার জরুরী ।

- *যুবসমাজের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত বেকারত্ব এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বাধার কারণে এ সম্ভাবনা অর্জন সম্ভবপর নাও হতে পারে।*

৩. শ্রম জরিপ (২০১৬) এর তথ্য অনুযায়ী, মোট যুবশ্রমশক্তির প্রায় ১২.২ শতাংশ বেকার; যার মধ্যে ১৬.৮ শতাংশ মহিলা এবং ১০.১ শতাংশ পুরুষ শ্রমশক্তি বর্তমান।

- *তরুন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ (প্রায় ৭৪ লক্ষ) কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত নেই।*
- *স্বাভাবিকভাবেই, রংপুর বিভাগও এর ব্যতিক্রম নয়।*

৪. জাতীয় যুব নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগী মনোভাব ইত্যাদিকে যুব ক্ষমতায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

(CPD: 2019)

কর্মশালার/ গবেষণার প্রেক্ষাপট

৫. জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০ এর ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত আরো ৩ কোটি কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- *বর্তমানে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে কর্মসংস্থান তৈরীর ক্ষেত্রেও একই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, যেখানে যুব কর্মসংস্থান তৈরীতে বিশেষভাবে জোর দেয়ার কথা বলা আছে।*

৬. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা এবং দক্ষতার অভাব রয়েছে। এই ধরণের দুর্বলতা যুবকদের মাঝে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষণীয়।

- *জড়িত এ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ও সরকারি অফিসগুলো যারা বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে সেবা প্রদানের সাথে জড়িত এর আওতাভুক্ত।*

৭. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অগ্রগামী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেখানে এসডিজির আলোকে কর্মসংস্থান তৈরীতে এই গবেষণার ফলাফল পর্যালোচিত হতে পারে।

- *গবেষণাটি এসডিজি ১৬.৬ এর আলোকে কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে সম্পর্কিত কার্যকর, জবাবদিহিতা মূলক এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবে।*
- *গবেষণাটি ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান তৈরীর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার সংস্কারের সাথে সাথে কার্যসম্পাদন নীতিমালা সংস্কারের ব্যবস্থা করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুপারিশমালা পেশ করবে।*

৮. এই কর্মশালা গবেষণার জন্য বিশ্লেষণমূলক কাঠামো তৈরী, গবেষণার পরিধি, জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা এবং সেই প্রশ্নাবলীতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা বুঝতে সাহায্য করবে।

(CPD: 2019)

যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণিত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ তে যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরী এবং তাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

- ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ উদ্যোগ;
- জাতীয় সেবা প্রকল্প;
- উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
- ‘কর্মঠপ্রকল্প’ ও ‘সুদক্ষপ্রকল্প’
- যুবকদের জন্য সমন্বিত ডাটাবেস;
- স্বনির্ভর যুবকদের জন্য জামানত মুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা;
- মূলধনের যোগান, প্রযুক্তি, ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ;
- যুব উদ্যোক্তা নীতি গ্রহণ;
- পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে সমান মজুরি সুনিশ্চিতকরণ;
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান;
- দক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chain) প্রতিষ্ঠা, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- প্রত্যাবাসী অভিবাসীদের জন্য কর্মসূচি;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রকল্প;
- ‘সুনীল অর্থনীতি’ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান
- যুবকদের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন;
- যুব মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি;
- যুব গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন;

(CPD: 2019)

যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণিত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

যুব কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) তে যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে-

- ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য পশুপালনের ব্যবস্থা করে দেয়া;
- নারীদের সহ বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান তৈরীর ব্যবস্থা করা;
- সমবায় সমিতির ব্যবহার করা;
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ ও মহিলাদের জন্য অর্থায়নের/ অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া;
- স্ব-নির্ভরদের দক্ষতার বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরবরাহ শৃঙ্খলের (supply chain) বিকাশ ঘটানো;
- সংগঠন তৈরী, মূলধন গঠন, প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে সহায়তা পৌঁছে দেয়া;
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় সমিতির উন্নয়ন সাধন করা;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নগর ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- এসএমই, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সম্পর্কিত শিক্ষানবিশ প্রকল্প গ্রহণ করা;
- মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তহবিল ও সম্পদ বরাদ্দ করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন জোরদার করা।

(CPD: 2019)

যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণিত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের জাতীয় বাজেটের ঘোষণায় আগামী বছর গুলোতে কর্সংস্থান তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে

- শিল্প খাত নিয়ে ৩ বছরের প্রকল্প গ্রহণ করা;
- পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন / বিধি এবং নীতি / কৌশলগুলির সংস্কার করা;
- সুনির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর/ জনগণের প্রশিক্ষণের জন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ রাখা;
- বেকার যুবকদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো;
- ১৫ লক্ষ মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- 'আমার গ্রাম- আমার শহর' প্রকল্প গ্রহণ করা;
- ১০০ টি অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন এবং এর মাধ্যমে ১ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- ব্যবসায় সহজীকরণের সূচক (ease of doing business index) দুই অঙ্কে নামিয়ে আনা
- ৬৪ টি জেলার বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালু করা;
- সম্ভাব্য উৎপাদন খাতের জন্য কর ছাড়ের সুবিধা অব্যাহত রাখা;
- শারীরিক ভাবে অক্ষম বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আলাদা ভাবে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরী করা;
- 'যুব শক্তিঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ' – বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ।

(CPD: 2019)

গবেষণার বিশ্লেষণমূলক কাঠামো

- **‘আরও বেশি এবং আরও ভাল কর্মসংস্থান’ অনেক ধরণের প্রভাবকের সাথে জড়িত**
  - *কর্মসংস্থানের মান কেমন এবং কি পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরী হচ্ছে তার মূল্যায়ন;*
  - *কর্মসংস্থানের ধরণ এবং শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভূক্তি;*
  - *কৃষি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা;*
  - *ব্যবসায়ে প্রবেশের নিয়ম/ বিধি;*
  - *শিক্ষা এবং দক্ষতার গুণমান;*
  - *শ্রম বাজারের সাথে জড়িত নিয়মকানুন, এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা;*
- **২০৩০ সালের মধ্যে ‘৩ কোটি’ কর্মসংস্থান তৈরীর যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা বিভিন্ন ধরণের নীতিমালা এবং কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে তরান্বিত করা;**
  - *নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ও জাতীয় বাজেট;*
- **কর্মসংস্থান তৈরীর এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে;**
- **বর্তমান গবেষণাটি একটি ‘প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ’ এর দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া হবে।**
  - *প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক পছন্দ এবং পরিবর্তনের প্রভাব, কারণ এবং প্রক্রিয়াগুলিতে আলোকপাত করে এবং এটিকে চারটি স্তরের সামাজিক বিশ্লেষণ যেমন ‘সামাজিক সংযুক্তি’, ‘প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ’, ‘শাসন কাঠামো’ এবং ‘সম্পদ বরাদ্দ’ এর মতো বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে থাকে;*
- **Dumiter (২০১৪) এর গবেষণা কাঠামো ব্যবহার করে , এই গবেষণায় যুবকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ‘দক্ষতা’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ এর মাত্রা পরিমাপের জন্য তিনটি পৃথক সূচক/ মাপকাঠি তৈরী করা হবে।**
- **এই গবেষণাটি আরো মূল্যায়ন করবে এই যে, ২০৩০ সালের মধ্যে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে কি ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনাগত নিয়ম-নীতির পরিবর্তন/ সংস্কার করা প্রয়োজন;**

(CPD: 2019)

গবেষণার বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক/ কাঠামো

চিত্রঃ এসডিজি ১৬.৬ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০৩০ সালের মধ্যে ‘ আরো বেশি এবং আরো ভালো কর্মসংস্থান’ নিশ্চিত করতে যুকবদের সম্পৃক্ত করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্র এবং তাদের পারষ্পরিক সংযোগ

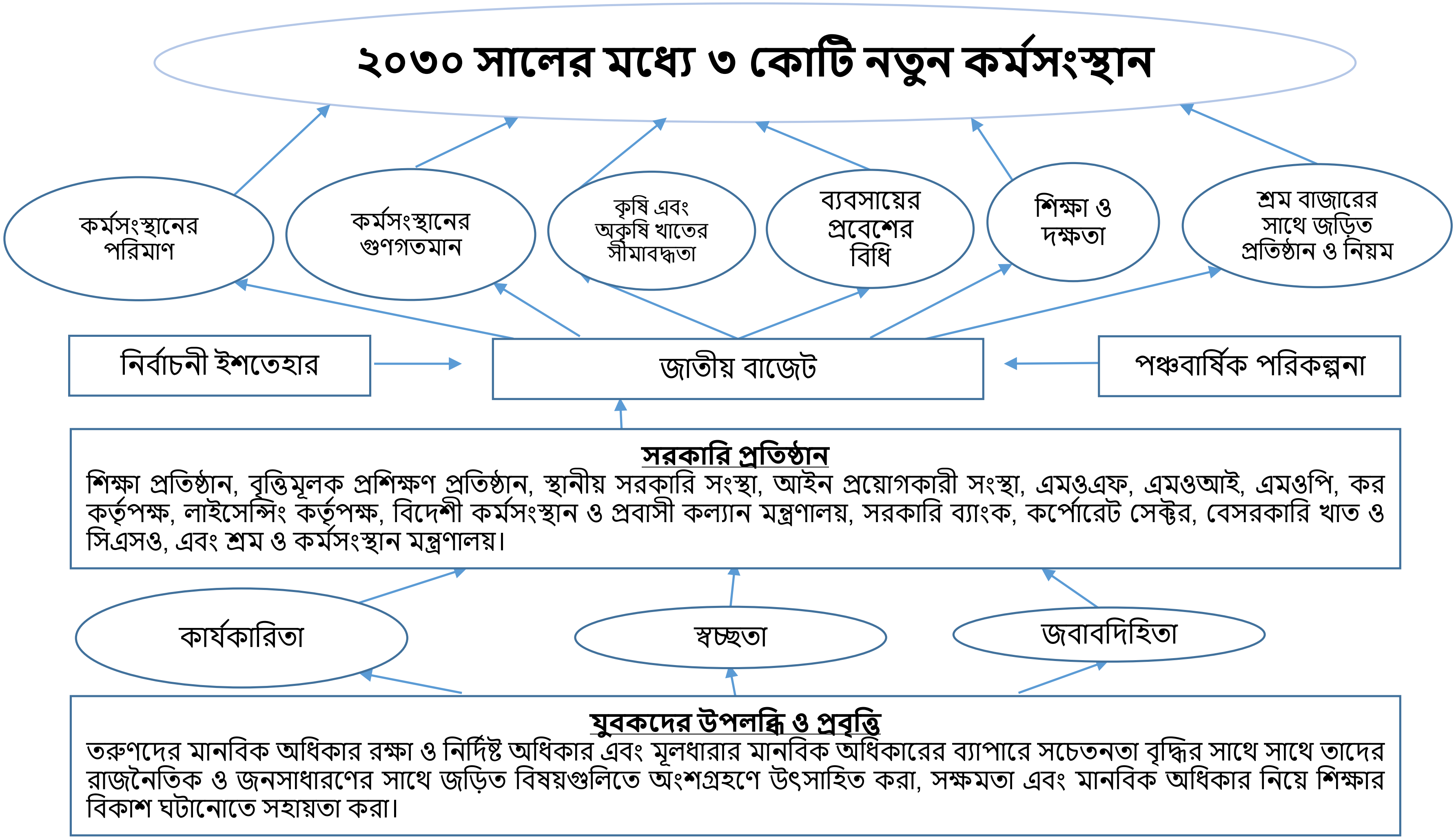

(CPD: 2019)

গবেষণার জন্য প্রনিত পদ্ধতি

- সরকারী প্রতিষ্ঠানের গুনগত মানের তিনটি মূল বিষয় সম্পর্কে বোঝার জন্য বিশদ জরিপ চালানো হবে।
  - *'দক্ষতা': ব্যবহৃত সম্পদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা ।*
  - *'স্বচ্ছতা': জনসাধারণের সাথে জড়িত সকল বিষয়ের সত্যতা জানার নাগরিক অন্তর্নিহিত অধিকার।*
  - *'জবাবদিহিতা': প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার সেই দিক যার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট আইনী আদেশের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের জন্য মুখাপেক্ষী হতে হয়।*
- Dumiter (২০১৪) এর মতো, এই গবেষণাটি যুবকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের 'দক্ষতা', 'স্বচ্ছতা' এবং 'জবাবদিহিতা' এর মাত্রা পরিমাপ করবে।
- গবেষণার অংশ হিসেবে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে একাধিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।
  - *সিলেট, ঠাকুরগাঁও, টাঙ্গাইল এবং ঢাকায় এই কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।*
  - *এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো, যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুণমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।*
  - *ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু উপ-দলের মধ্যে আলোচনা করা হবে।*

গবেষণার জন্য প্রনিত পদ্ধতি

- ‘পরিষেবা গ্রহীতা’ (যেমন- বিভিন্ন ধরণের যুবসমাজ) ও ‘পরিষেবা সরবরাহকারী’ (যেমন- বিভিন্ন সরকারি অফিস) উভয় দলকে কেন্দ্র করে একটি জরিপ চালানো হবে।
  - *যে সকল বিষয়গুলিকে জরিপের আওতায় মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হলো: সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা; দক্ষতার ঘাটতি, নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা, বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ, বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ, শ্রমবাজার প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তার বিকাশ ঘটানো, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়তা সংক্রান্ত পরিষেবা।*

সূচকগুলি প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে

সূচক	বৈশিষ্ট্য
স্বচ্ছতা	• তথ্যের সহজলভ্যতা • তথ্যের প্রচার (উভয় পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহন এবং অনুরোধের ভিত্তিতে)
জবাবদিহিতা	• পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের চিত্র • সুস্পষ্ট শ্রম বিভাজন • সকল ষ্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা
দক্ষতা	• সক্ষম এবং কার্যকরী কাঠামো (জনশক্তি, লজিস্টিকাল এবং আর্থিক ক্ষমতা) • সুষমভাবে এবং দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াজাতকরণ / বিতরণ • পরিষেবা দক্ষতার সাথে সরবরাহ করা হয় কি না (গুনগতমান, সময়, ব্যয়, পরিদর্শন ইত্যাদি)
আইনী নিয়ম-কানুন	• প্রয়োজনীয় আইনী এবং নীতিগত কাঠামো থাকা; • আইন ও নীতিমালা যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা;
অংশগ্রহণ	• সকল স্টেকহোল্ডারদের জড়িত থাকার সুযোগ; • স্টেকহোল্ডারদের জড়িত থাকার পরিমাপ;

তথ্য উৎস – টিআইবি, ২০১৯

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণ: ২০২৪ এবং ২০৩০

- ২০৩০ এর মধ্যে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য বিবেচনা করে, আইএলওর বর্তমান তথ্যভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে ২০২৪ এবং ২০৩০ এ বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের চিত্র কেমন হতে পারে তা নিয়ে একটি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।
- সেই প্রক্ষেপণে দেখা যায় যে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত সামগ্রিক শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে কোনও বড় ধরণের পরিবর্তন আসবেনা।
  - *শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে: (15-24 বছর), (25-54 বছর) এবং (55-64 বছর)*
  - *শ্রমশক্তিতে পুরুষদের অংশগ্রহণে শ্লথ হবে: (15-24 বছর।), (25-54 বছর।) এবং (55-64 বছর।)*
- একই প্রক্ষেপণমূলক গবেষনা থেকে সবচেয়ে বড় ধরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ২০১২-২০২৪ সালের মধ্যে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে।
  - *মহিলাদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (২৫+ বছর।)*
  - *পুরুষ (২৫+ বছর) এবং মহিলা (১৫-২৪ বছর।) ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের মোটামুটি স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে*
  - *পুরুষের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পেয়েছে (15-24 বছর।)*

প্রক্ষেপিত বেকারত্বের হার

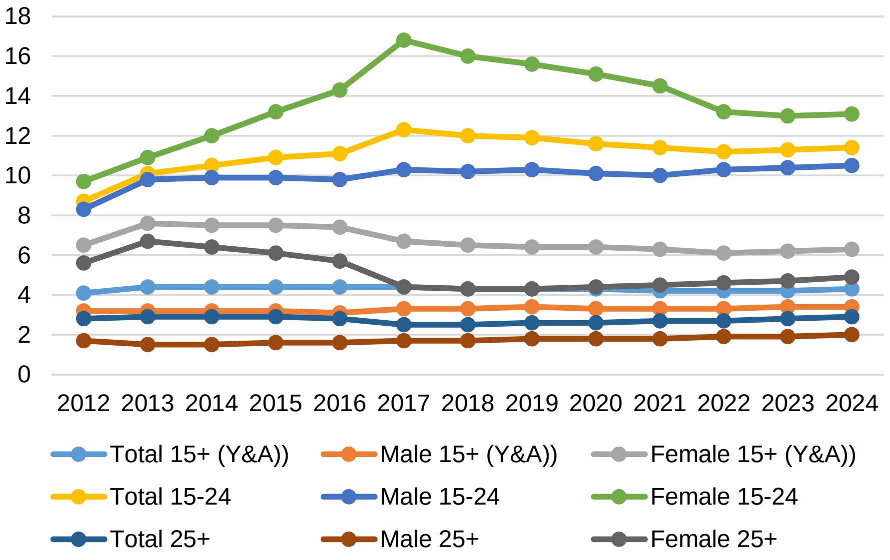

কাজে নিযুক্তির বার্ষিক পরিবর্তনের হার (২০১২-২০২৪)

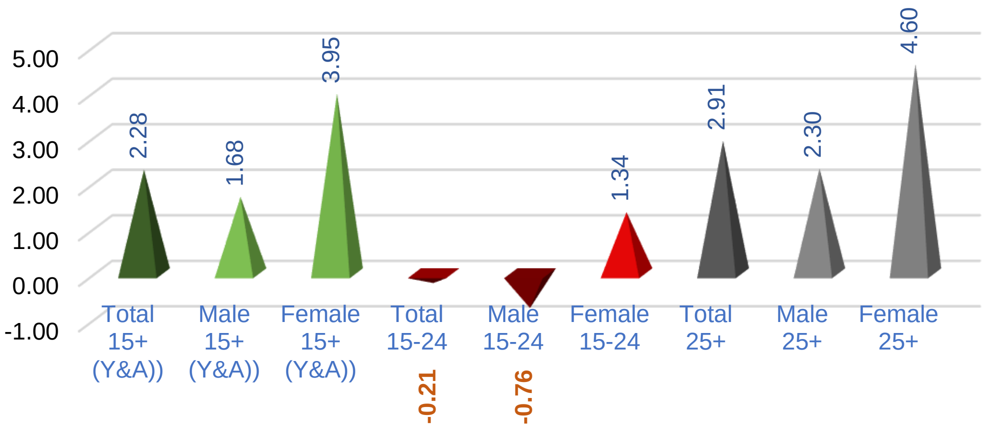

(CPD: 2019)

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণ: ২০২৪ এবং ২০৩০

- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হতে আশাবাদী।
    - কিন্তু, ২০৩০ সালের মধ্যেও কিছু সূচকে মধ্যম আয়ের দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হচ্ছে, শ্রম-উৎপাদনশীলতার দিক দিয়ে ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের অনেক পিছিয়ে থাকবে;
    - এমনকি একই সূচকে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলি ছাড়াও ভারত এবং ভিয়েতনামের চেয়েও থেকেও পিছিয়ে থাকবে।
- আগামী বছরগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়নে এবং উদ্যোক্তার বিকাশ ঘটানো ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশর উল্লেখযোগ্য অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন।

শ্রম উৎপাদনশীলতা (২০১১ সালের স্থির জিডিপি ও ডলারের পিপিপি হিসাবে) আইএলও এর প্রক্ষেপণ প্রাক্কলন, নভেম্বর ২০১৮ এর ডাটা বাদে

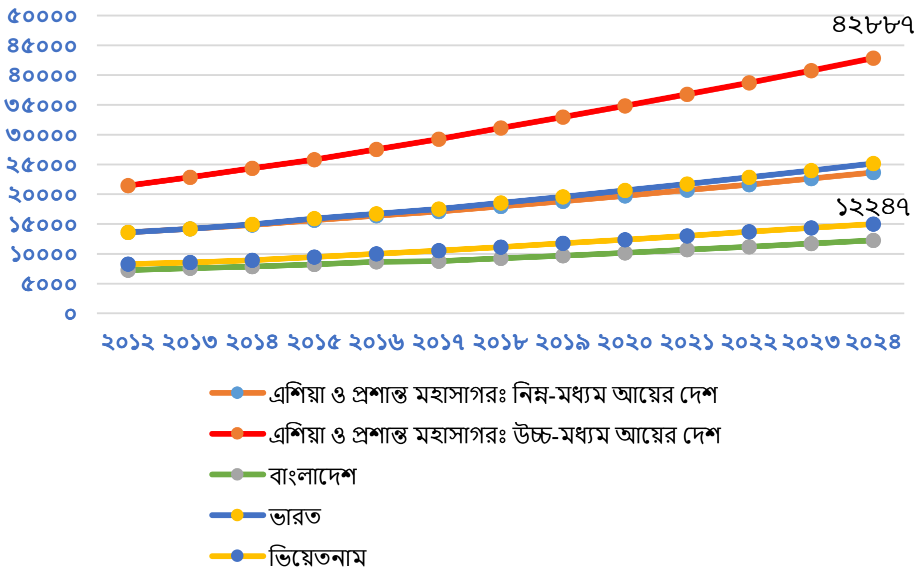

বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্তির হারঃ ২০১৮-২০৩০

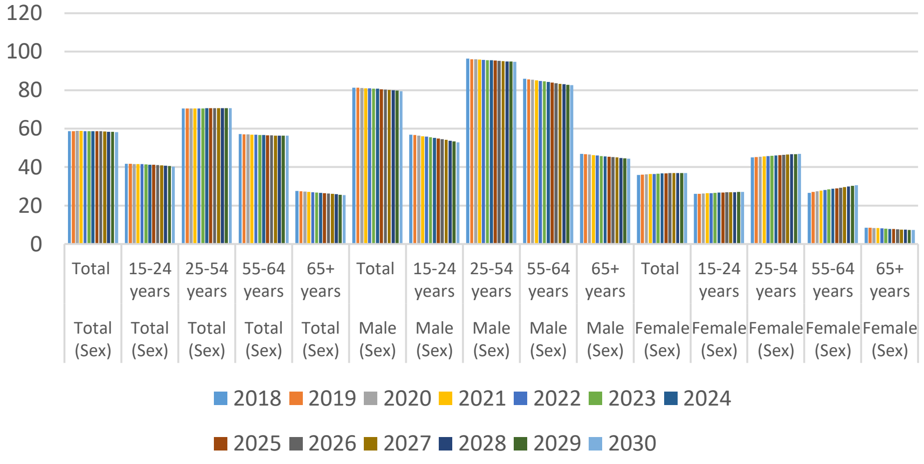

যুব শ্রমশক্তির হার

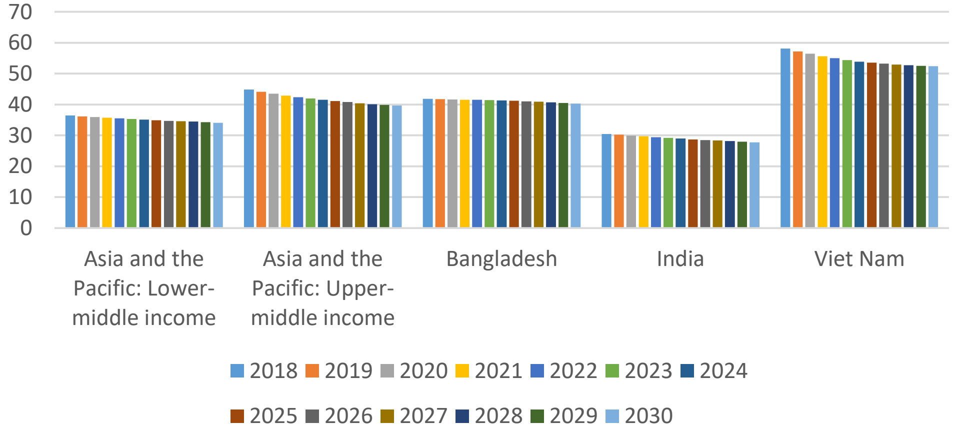

(CPD: 2019)

সমতলের আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ঃ ঠাকুরগাঁও

জাতিগত বর্ণনা

আবাসন	পরিবার	মোট আদিবাসী	সাঁওতাল	ওঁরাও	বর্মণ	অন্যান্য
ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বমোট	**২১৪৩**	**৯৬৩২**	**৬৩৮২**	**৯৮০**	**৩০৬**	**১৯৬৪**
বালিয়াডাঙী উপজেলায় সর্বমোট	৫০	২১৮	১০০	০	০	১১৮
হরিপুর উপজেলায় সর্বমোট	১২৭	৫৭৭	৫৫৩	০	১৬	৮
পীরগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট	৫৪৭	২৩৭৯	২২৩২	০	০	১৪৭
রাণীশংকৈল উপজেলায় সর্বমোট	৫৯৮	২৭৩৭	১২৪১	১৬	২৭৫	১২০৫
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সর্বমোট	৮২১	৩৭২১	২২৫৬	৯৬৪	১৫	৪৮৬

ধর্ম

আবাসন	মুসলিম	হিন্দু	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য	মোট
ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বমোট	**১০৬৬১৭৬**	**৩০৯৪২৩**	**৭৮৯৭**	**২৬৩**	**৬২৮৩**	**১৩৯০০৪২**
বালিয়াডাঙী উপজেলায় সর্বমোট	১৫৬৪৯৯	৩৬৯০২	১৪৮৯	১	১৫৮	১৯৫০৪৯
হরিপুর উপজেলায় সর্বমোট	১৩৪৪৪২	১২৮৭২	৩১৯	১	৩১৩	১৪৭৯৪৭
পীরগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট	১৭০৩৬০	৬৯৫৬০	১৩৭৩	১	২২৪১	২৪৩৫৩৫
রাণীশংকৈল উপজেলায় সর্বমোট	১৭৪১৬৩	৪৫৮৭০	১০৭৪	৪৭	১১৩০	২২২২৮৪
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সর্বমোট	৪৩০৭১২	১৪৪২১৯	৩৬৪২	২১৩	২৪৪১	৫৮১২২৭

জনসংখ্যা

আবাসন	পরিবার	মোট আদিবাসী	বাসস্থানের আয়তন	আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত
ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বমোট	**২১৩৯**	**৯৬২০**	**৪.৫**	**০.৬৯**
বালিয়াডাঙী উপজেলায় সর্বমোট	৫০	২১৮	৪.৩৬	০.১১
হরিপুর উপজেলায় সর্বমোট	১২৭	৫৭৭	৪.৫৪	০.৩৯
পীরগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট	৫৪৭	২৩৭৯	৪.৩৫	০.৯৮
রাণীশংকৈল উপজেলায় সর্বমোট	৫৯৬	২৭৩৩	৪.৫৯	১.২৩
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সর্বমোট	৮১৯	৩৭১৩	৪.৫৩	০.৬৪

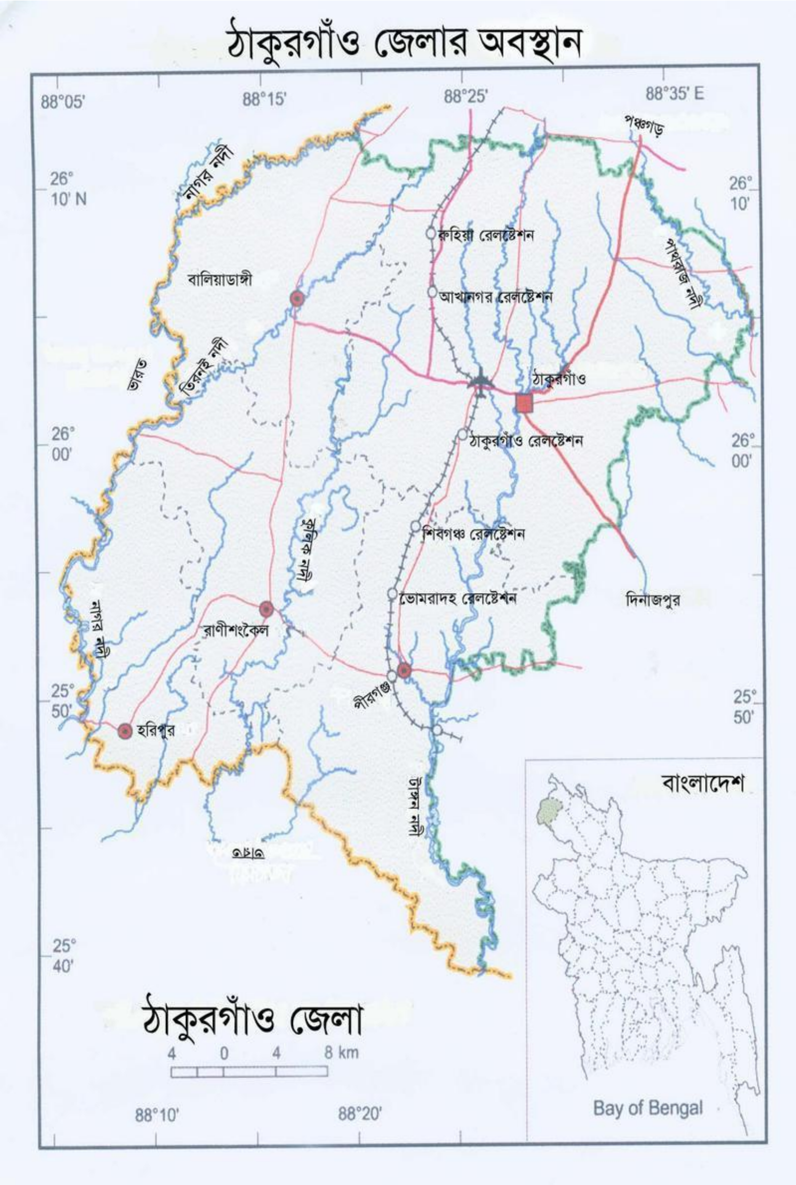

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি: ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ের স্কুলের চিত্র: স্কুল, ছাত্র এবং শিক্ষকের সংখ্যা

- রংপুর বিভাগে সর্বমোট স্কুলের সংখ্যা ৩১৭২ টি , যা বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গড় স্কুল সংখ্যার (২৯০০ টি) চেয়ে বেশি, এর মধ্যে ঠাকুরগাঁও এ আছে ৩৭৬ টি স্কুল যা জাতীয় গড় স্কুল সংখ্যার (৩১৭) চেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি স্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে দিনাজপুর (৬৯৩), রংপুর (৫১৩) ও গাইবান্ধাতে (৪১৫)।
- রংপুর বিভাগে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩৭৯৯৫ জন (জাতীয় গড় ৩৪৭৩১ জন শিক্ষক), যার মধ্যে ঠাকুরগাঁও এ আছে ৪৪৪২ জন (জাতীয় গড় ৩৭৯৯ জন শিক্ষক), যা রংপুর বিভাগের গড় শিক্ষক সংখ্যার (৪৭৫০) চেয়েও কম। সবচেয়ে বেশি শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে দিনাজপুর (৭৬৭৯ জন), রংপুর (৬৩৫৫ জন) ও গাইবান্ধাতে (৫২৯১ জন)।
- রংপুর বিভাগে সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৬৯৭৫৪ জন (জাতীয় গড় ১৩৯১৮৬৭ জন শিক্ষার্থী), যার মধ্যে ঠাকুরগাঁও এ আছে ১২০৫৫৮ জন (জাতীয় গড় ১৫২২৩৬ জন), যা রংপুর বিভাগের গড় শিক্ষক সংখ্যার (১৪৬২১৯) চেয়েও কম। সবচেয়ে বেশি শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে দিনাজপুর (২১৯৭৩০ জন), রংপুর (২০৬১৯৮ জন) ও গাইবান্ধাতে (১৬০২৬৮ জন)।
- রংপুর বিভাগের স্কুলগুলোয় শিক্ষক-ছাত্রের গড় অনুপাত (৩১) জাতীয় গড় (৪০) অনুপাতের চেয়ে অনেক নিম্নে অবস্থান করছে, যেখানে ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের (২৭) দিক দিয়ে যৌথভাবে সবার নিচে অবস্থান করছে, সবচেয়ে বেশি অনুপাত লালমনিরহাটে (৪১) যা জাতীয় গড় অনুপাতের চেয়েও বেশি।
- ঠাকুরগাঁয়ে ছাত্রী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় বেশি (৫২.১৫%) কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষিকার সংখ্যা কম। মাত্র ২০.৭৬%।
- ঝড়ে পরা শিক্ষার্থীর শতকরা হারের দিক থেকে গাইবান্ধা সবার উপর (৪৭.৩%)। রংপুর বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে কম ঝড়ে পরা শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে দিনাজপুরে (২১.১), রংপুরে (২১.৬), পঞ্চগড়ে (২২.৫) এবং ঠাকুরগাঁয়ে (২২.৮) কিন্তু জাতীয় গড় (২০.৪) এর চেয়ে বেশি।

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি: ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ের স্কুলের চিত্র: স্কুল, ছাত্র এবং শিক্ষকের সংখ্যা

জেলা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থী	প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষক
দিনাজপুর	৬৯৩	৭৬৭৯	২১৯৭৩০	২৯	৩১৭	১১
গাইবান্ধা	৪১৫	৫২৯১	১৬০২৬৮	৩০	৩৮৬	১৩
কুড়িগ্রাম	৩৭৩	৪৬১০	১৩০৪৩৬	২৮	৩৫০	১২
লালমনিরহাট	২১৯	২৮০৪	১১৫৭৮৪	৪১	৫২৯	১৩
নীলফামারী	৩১৪	৩৭৯৪	১৩৪০৩৮	৩৫	৪২৭	১২
পঞ্চগড়	২৬৯	৩০২০	৮২৭৪২	২৭	৩০৮	১১
রংপুর	৫১৩	৬৩৫৫	২০৬১৯৮	৩২	৪০২	১২
ঠাকুরগাঁও	৩৭৬	৪৪৪২	১২০৫৫৮	২৭	৩২১	১২
রংপুর বিভাগ	৩১৭২	৩৭৯৫৫	১১৬৯৭৫৪	৩১	৩৬৯	১২
জাতীয়	২০২৯৭	২৪৩১১৭	৯৭৪৩০৭২	৪০	৪৮০	১২

	ঝরে পড়ার শতকরা হার		
জেলা	ছেলে	মেয়ে	মোট
দিনাজপুর	২২.২	২০	২১.১
গাইবান্ধা	৪৮.৭	৪৫.৯	৪৭.৩
কুড়িগ্রাম	৩০.১	২৯.৫	২৯.৮
লালমনিরহাট	২৭.৫	২৯.৩	২৮.৪
নীলফামারী	২৭.২	২১.৮	২৪.৫
পঞ্চগড়	২৫	২০	২২.৫
রংপুর	২৬.৮	১৬.৪	২১.৬
ঠাকুরগাঁও	২৬.৮	১৮.৯	২২.৮
জাতীয়	২৩.৯	১৭	২০.৪

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ ঠাকুরগাঁও

কলেজের চিত্র

- রংপুর বিভাগে মোট ৫৮০ টি কলেজ, ১ টি মেডিকেল কলেজ এবং ৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে; তন্মধ্যে ঠাকুরগাঁয়ের রয়েছে মাত্র ৪৯ টি কলেজ এবং রংপুর বিভাগে এদিকে দিয়ে ঠাকুরগাঁয়ের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বনিম্ন (প্রথম পঞ্চগড় ৩১ টি)।
  - *রংপুর বিভাগে অন্যান্য জেলার তুলনায় ঠাকুরগাঁওয়ে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (৩৬.২) ছিল শোচনীয় (বাকি ৭ জেলা জাতীয় গড় অনুপাতের মধ্যেই রয়েছে) তবে ঠাকুরগাঁওর অনুপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় কিছুটা বেশি (৩৬.২:১ ও ৩৪.৬:১)*
  - *যথারীতি ঠাকুরগাঁয়ের কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা রংপুর বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন*
  - *কলেজ পর্যায়ে মেয়ে-ছেলে শিক্ষার্থীদের অনুপাত ছিল ৪৪.৬:৫৫.৪ এবং জাতীয় পর্যায়ে এ অনুপাত ছিল ৪৭.৮: ৫২.২*
- রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় অনেক বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে।
  - *জনসংখ্যা প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার সবচেয়ে বেশি পঞ্চগড়ে এবং সর্বনিম্ন দিনাজপুরে; যা বিভিন্ন জেলার মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য নির্দেশ করে*
  - *প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক দিয়ে কুড়িগ্রাম সর্বনিম্নে (১৯) এবং ঠাকুরগাঁও দ্বিতীয় সর্বোচ্চে (২৮) অবস্থান করছে।*
- কলেজ পর্যায়ে ছাত্রী শিক্ষার্থীর শতকরা হার রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা অনুযায়ী আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হয়।
- রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়।

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ ঠাকুরগাঁও

কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ

জেলা	কলেজ		শিক্ষক		শিক্ষার্থী	
	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে
দিনাজপুর	১২০	২৫	৩২০৬	৬৪১	৮৯৭০২	৪২৩১১
গাইবান্ধা	৭৫	২০	২১৬৪	৩৫১	৫৫৮৪৬	২২৯৩৫
কুড়িগ্রাম	৭৩	১৫	১৯৯০	২২৯	৪৩১০১	২০০৭৮
লালমনিরহাট	৪৯	৯	১৩৮৯	২২৫	৩৩৩২৯	১৫৩০৭
নীলফামারী	৭০	১৫	১৫৪৯	২৬৩	৪৫৮৪৭	২১৭২৫
পঞ্চগড়	৩১	৭	৮৮৩	১৫৮	২৮০৮৩	১৪২৮২
রংপুর	১১৩	২৪	৩২৫৭	৬৬৩	৯৫০৮৮	৩২৪১০
ঠাকুরগাঁও	৪৯	৮	১১৮১	১৯৮	৪২৭১১	১৯০৮৫

জেলা	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	গড়ে ভর্তির সংখ্যা	গড় শিক্ষকের সংখ্যা
দিনাজপুর	২৮	৭৪৮	২৭
গাইবান্ধা	২৬	৭৪৫	২৯
কুড়িগ্রাম	২২	৫৯০	২৭
লালমনিরহাট	২৪	৬৮০	২৮
নীলফামারী	৩০	৬৫৫	২২
পঞ্চগড়	৩২	৯০৬	২৮
রংপুর	২৯	৮৪১	২৯
ঠাকুরগাঁও	৩৬	৮৭২	২৪

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ ঠাকুরগাঁও

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দিক থেকে রংপুর বিভাগ মোটামুটি অবস্থানে রয়েছে। রংপুর বিভাগে কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৭%। সবচেয়ে কম সিলেটে ২%, বরিশালে ৮%, এবং চট্টগ্রামে ৮%।
  - *ঠাকুরগাঁয়ে প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষক (১৬%) ও শিক্ষার্থীর (১৫%) হার মোট প্রতিষ্ঠানের হারের সমানুপাতিক।*
- ঠাকুরগাঁয়ে সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১২৭ টি (জাতীয় গড় ১৪৬ টি) যার সবগুলোই বেসরকারি। মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র ৬ টি। সর্বমোট শিক্ষক ১৬১৫ (জাতীয় গড় ১৭৮২ জন) জন যার মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ২১৬ (১.৩%) জন।

কারিগরি শিক্ষাঃ বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চিত্র

বিভাগ	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক	ভর্তি
বরিশাল	৮%	৬%	৭%
চট্টগ্রাম	৮%	১১%	১২%
ঢাকা	২৫%	২৪%	২৮%
খুলনা	১৬%	১৫%	১৫%
রাজশাহী	২৪%	২৬%	২১%
রংপুর	**১৭%**	**১৬%**	**১৫%**
সিলেট	২%	২%	২%

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ ঠাকুরগাঁও

কারিগরি শিক্ষাঃ বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চিত্র

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

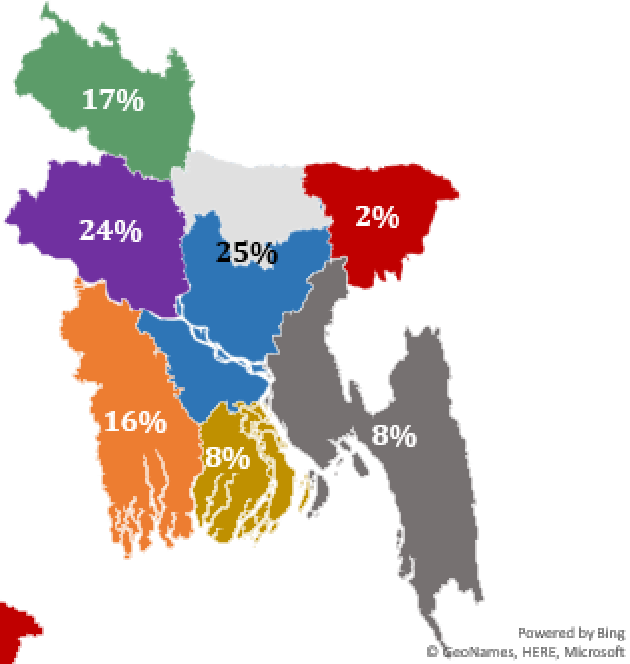

শিক্ষকের সংখ্যা

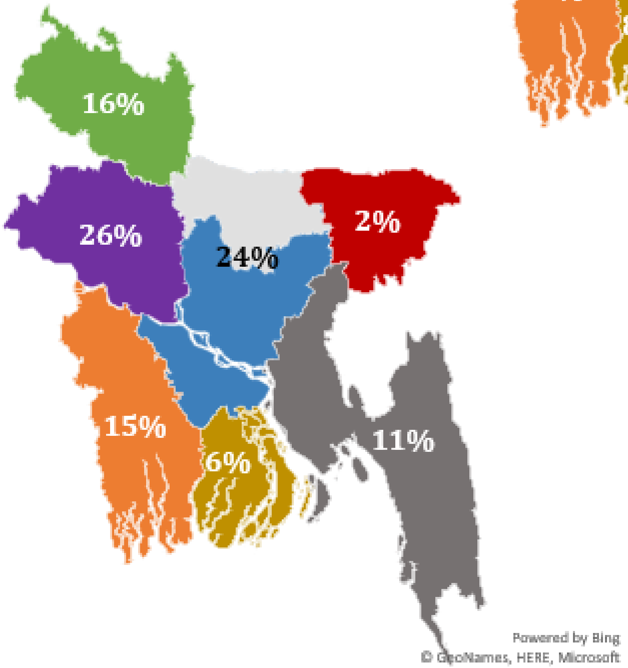

ভর্তির হার

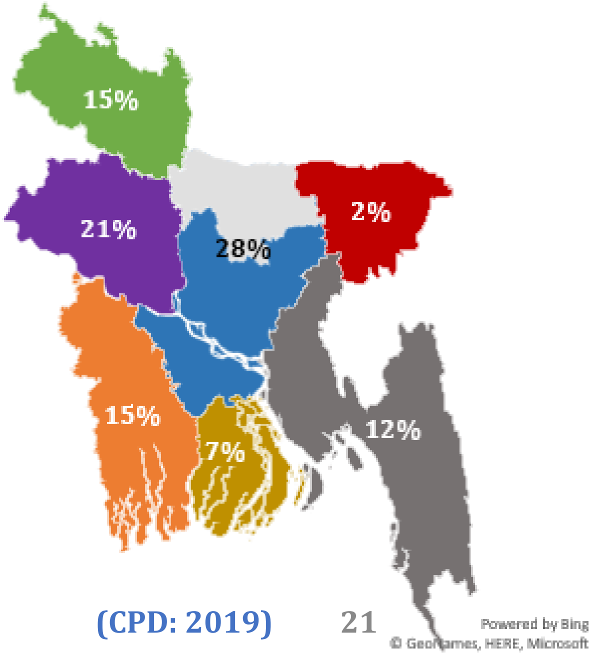

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ ঠাকুরগাঁও

মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চিত্র

জেলা	শিক্ষার স্তর	ব্যবস্থাপনা	মোট প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানঃ মহিলা	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট শিক্ষার্থী	মহিলা শিক্ষার্থী
ঠাকুরগাঁও	দাখিল	বেসরকারি	94	6	1023	137	14317	7570
	আলিম	বেসরকারি	19	0	311	38	4575	2033
	ফাজিল	বেসরকারি	10	0	205	33	3920	1567
	কামিল	বেসরকারি	4	0	76	8	2643	758
মোট			127	6	1615	216	25455	11928
বাংলাদেশ			9319	1143	114033	14450	2409373	1291282

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

- রংপুর বিভাগের যুব শ্রমশক্তির বেশিরভাগই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেনি।
    - *সবচেয়ে বেশি শ্রমশক্তির আধিক্য এইচএসসি, এসএসসি, নবম শ্রেণি, এবং পিএসসি শিক্ষা ব্যবস্থা অতিক্রম করার পরে পাওয়া যায়।*
    - *রংপুর বিভাগে তুলনামূলকভাবে ২য় শ্রেণি,৩য় শ্রেণি,৪র্থ শ্রেণি, জেএসসি, নবম শ্রেণি, এইচএসসি, ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রাপ্ত যুব শ্রমশক্তির সংখ্যা জাতীয় গড় যুব শ্রমশক্তির চেয়ে বেশি।*
- ২০-২৪ বছর বয়সী পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের মধ্যে মাত্র ৩.১% স্নাতক ডিগ্রিধারী।
- সামগ্রিকভাবে, রংপুরের শ্রমশক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা/ নৈপুণ্য জাতীয় গড় নৈপুণ্যের থেকে উপরের পর্যায়ের।

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

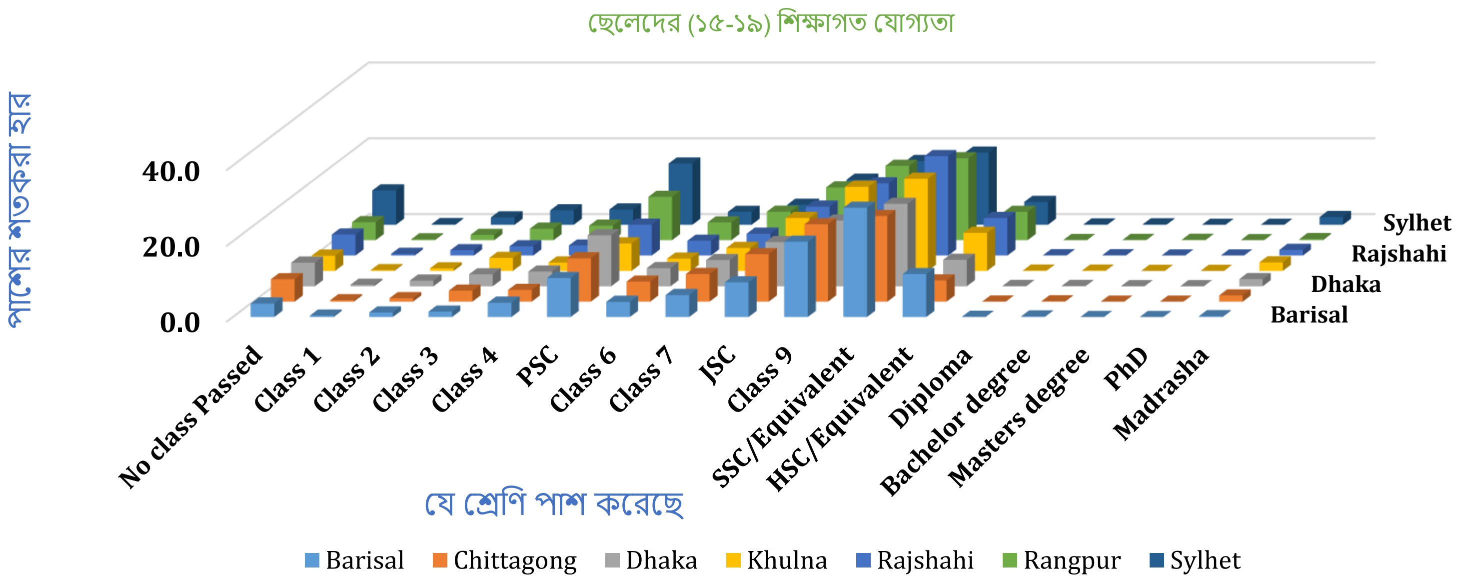

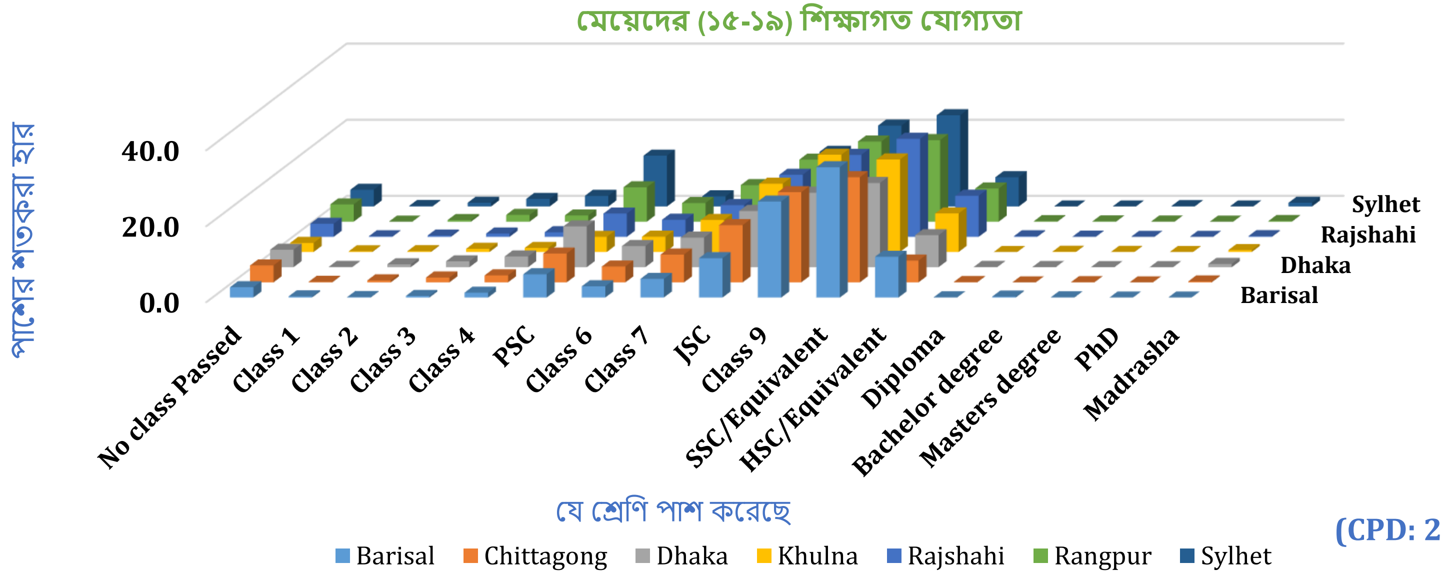

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

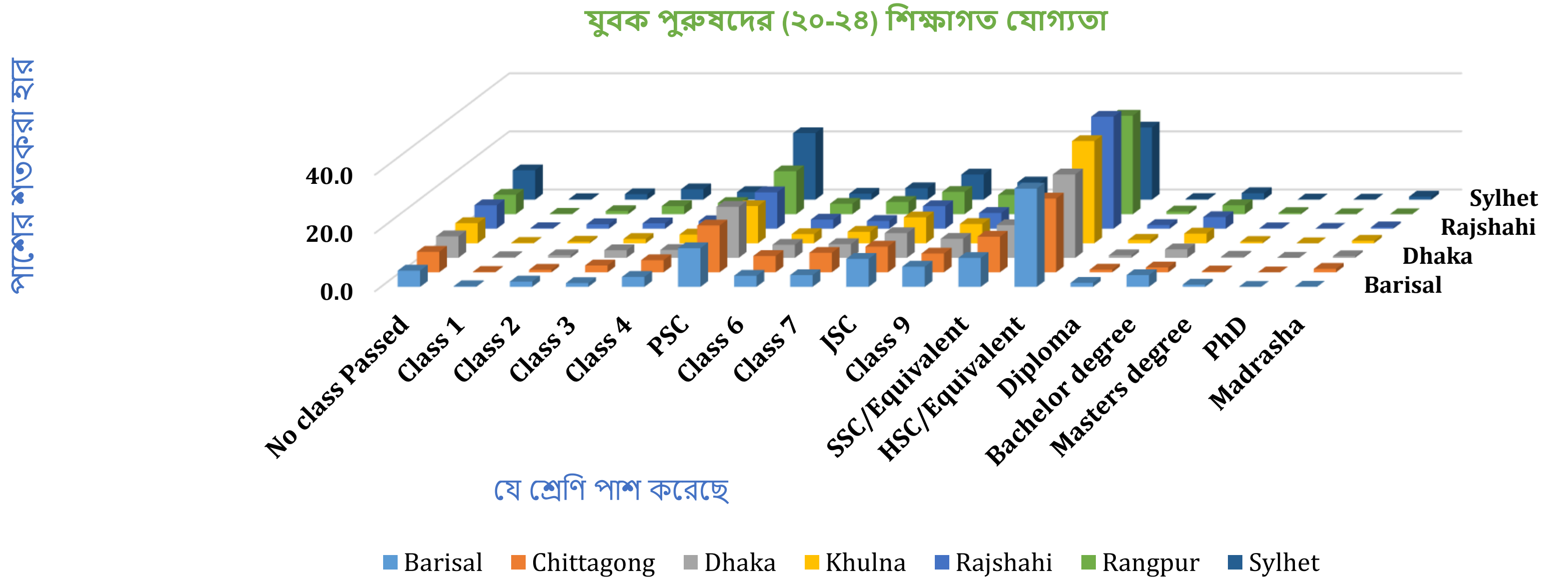

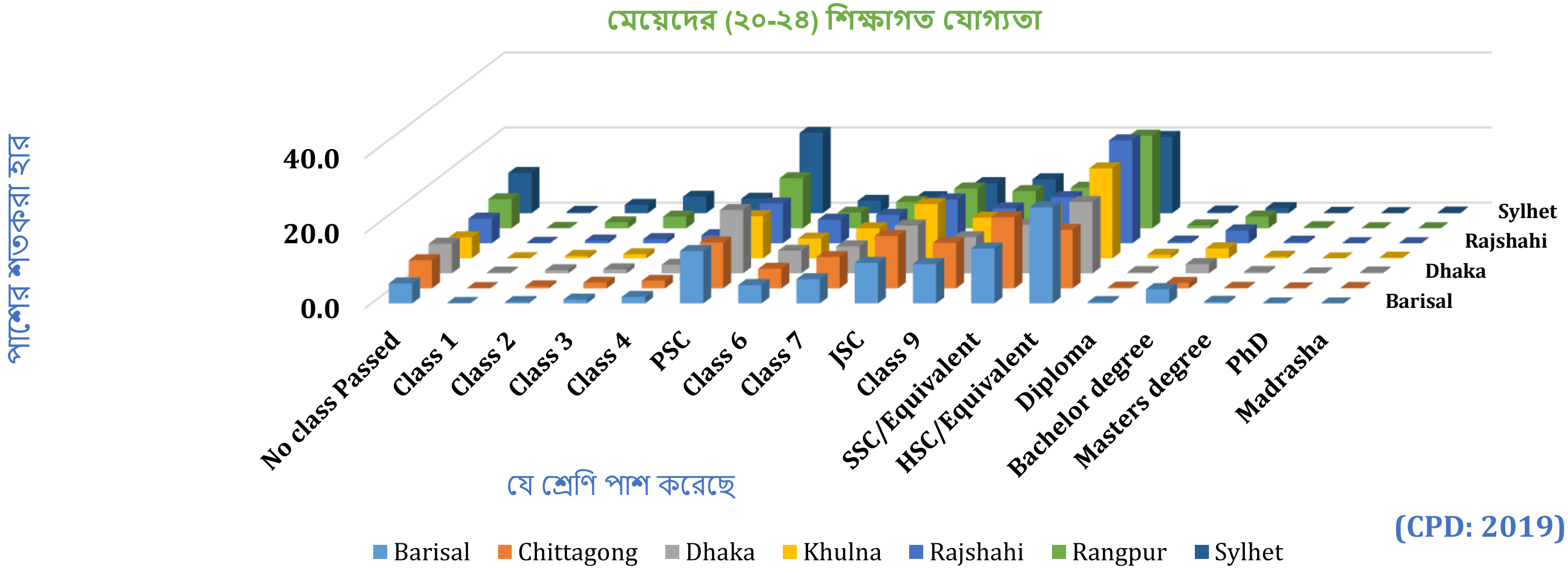

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

- রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় যুব কর্মসংস্থান এবং বেকারত্বের হারে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।
  - *সর্বাধিক কর্মসংস্থানের হার দিনাজপুরে, এরপরে যথাক্রমে লালমনিরহাট এবং পঞ্চগড়ে*
  - *১৫-১৯ বয়সের যুবশ্রমশক্তির মধ্যে বেকারত্বের হার ২১.৩%, যেখানে ২০-২৪ বছর বয়সে বেকারত্বের হার ১৮.৮%।*
  - *বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে কুড়িগ্রাম (১৭.৩%) এবং গাইবান্ধায় (৯.৬%)।*
- যুব শ্রমশক্তির মধ্যে রংপুর বিভাগের চারটি জেলায় (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর) বেকারত্বের হার একটি বড় উদ্বেগের কারণ।
- বিভিন্ন পেশায় যুব শ্রমশক্তির কর্মসংথানের মধ্যে হস্তশিল্প এবং এর সাথে জড়িত ব্যবসায়ের সাথে একটি বড় অংশ যুক্ত রয়েছে।
  - *এর মধ্যে রংপুরে রয়েছে ৪.৩% পেশাদার শ্রমিক (যা অন্যান্য বিভাগের চেয়ে কম)*
  - *রংপুর বিভাগে ২০% প্রাথমিক পেশার সাথে নিয়োজিত (যা অন্যান্য বিভাগ ও জাতীয় গড়ের চেয়ে ১৫% বেশি)*

যুব শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

জেলা	বেকারত্বের হার(জেলা প্রতি)	কাজে নিযুক্তের হার(জেলা প্রতি)
দিনাজপুর	১.১	৯৮.৯
গাইবান্ধা	৯.৬	৯০.৪
কুড়িগ্রাম	১৭.৩	৮২.৭
লালমনিরহাট	১.৮	৯৮.২
নীলফামারী	৪.১	৯৫.৯
পঞ্চগড়	২.৭	৯৭.৩
রংপুর	৭.০	৯৩.০
ঠাকুরগাঁও	৯.০	৯১.০

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

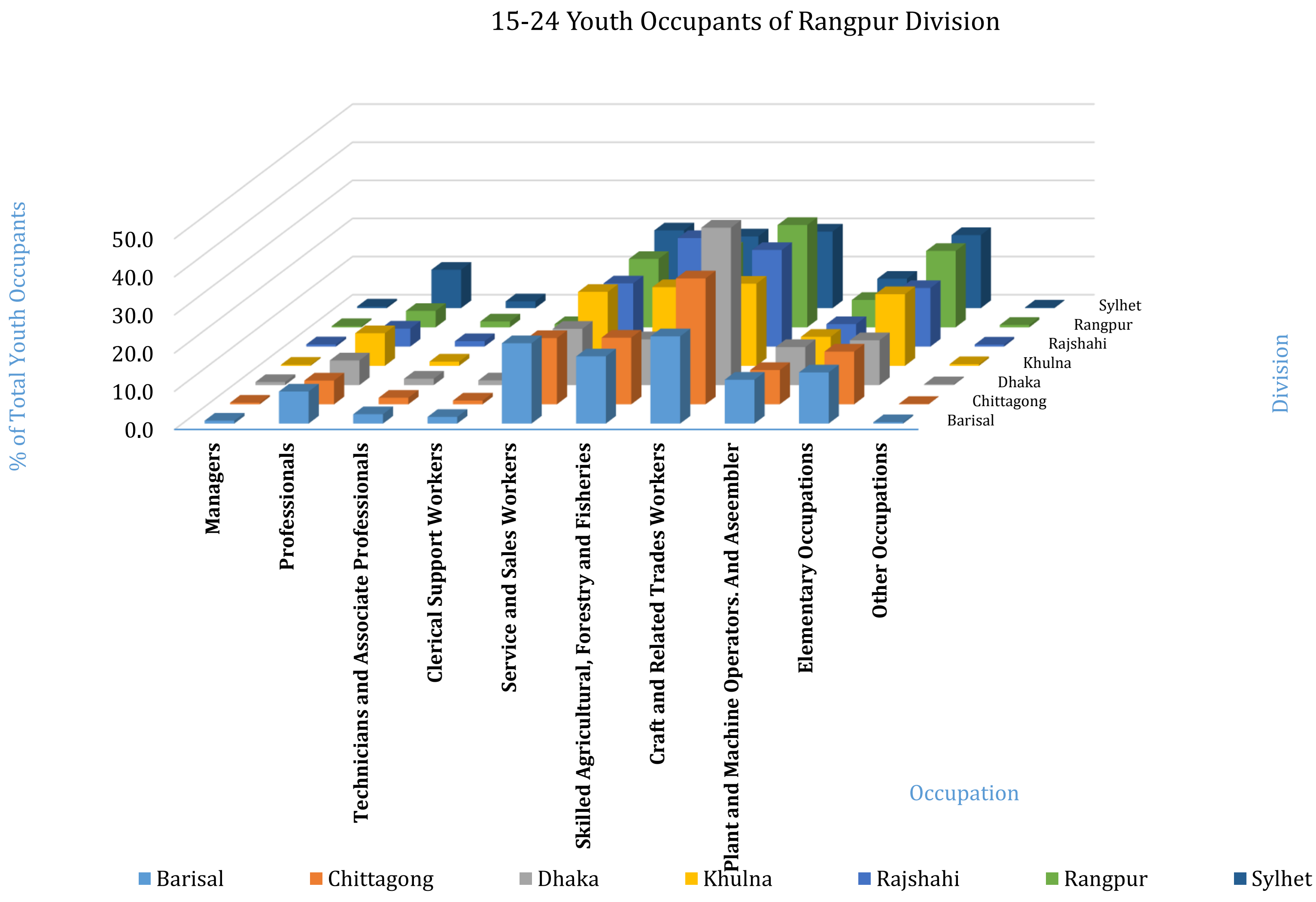

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

- ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে, রংপুর বিভাগে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রতি বছর ১১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
    - *কর্মসংস্থান প্রতি বছর ৯.২% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (পুরুষ: ৮.৫%; মহিলা: ১৯.৯%); জাতীয় গড় (মোট: ১১.৭%; পুরুষ: ১০.৩%; মহিলা: ২২.৯%)।*
    - *ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর ধরে বাড়ছে (প্রতি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সংখ্যা):২০০৩ সালে ২.৯ থেকে ২০১৩ তে ৩.১৩)।*
    - *মোট প্রতিষ্ঠানের মাত্র ২.৩% রপ্তানিমুখী (জাতীয় ভাবে: ১.৯৬% প্রতিষ্ঠান) যা ঢাকার চেয়ে কম (৪.১%) তবে চট্টগ্রাম (১.১৬) ও খুলনা (০.৬%) এর চেয়ে বেশি।*
- নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৮.৭৩% যা জাতীয় গড় (৩৪.৮৮%) এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বেশি।

(CPD: 2019)

রংপুর বিভাগের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি

- রংপুরে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের আয়ের সবচেয়ে নগণ্য উৎস হচ্ছে রেমিট্যান্স।
  - *রেমিট্যান্স নির্ভরতার দিক থেকে অন্যান্য বিভাগের সাথে তুলনায় রংপুর সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।*
  - *রংপুর বিভাগের মোট পরিবারের ০.৪২% পরিবার রেমিট্যান্স আয়ের উপর নির্ভরশীল (জাতীয়ভাবে গড় পরিবারের সংখ্যা ৮%)।*

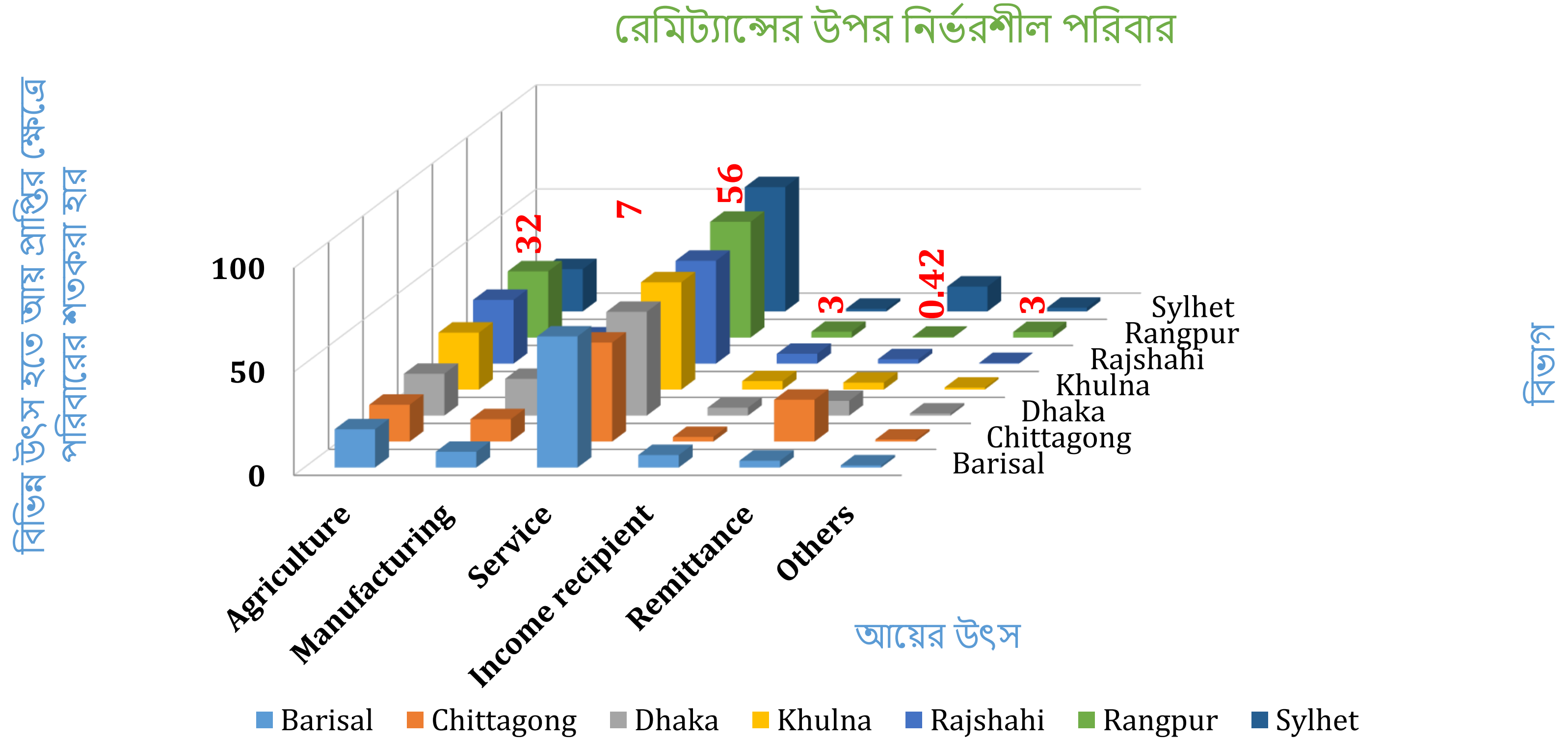

(CPD: 2019)

ঠাকুরগাঁও জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি

যুবকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান যেমন- শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

সরকারি প্রতিষ্ঠান

- জেলা প্রশাসন/ নগরপালের কার্যালয়
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
- হিসাবরক্ষকের কার্যালয়
- ভূমি অফিস
- চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ আদালত
- যুব উন্নয়ন কেন্দ্র
- সমাজ কল্যাণ অফিস
- সমাজ সেবা
- জেলা পুলিশের কার্যালয়
- সিটি কর্পোরেশন

- রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- জেলা শিক্ষা অফিস
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
- জেলা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো অফিস
- আইসিটি বিভাগ, জেলা অফিস
- শিক্ষা সংক্রান্ত আইসিটি প্রশিক্ষণ ও সংস্থান কেন্দ্র (ইউআইটিআরসিই)
- জেলা যুব উন্নয়ন অফিস
- উপ-পরিচালকের কার্যালয়, স্থানীয় সরকার

- ঠাকুরগাঁও পৌরসভার মেয়রের কার্যালয়
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- দুর্নীতি দমন কমিশন
- মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
- স্থানীয় সরকার বিভাগ
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট অফিস
- কর কমিশনারের অফিস
- জাতীয় জেলা সঞ্চয় অফিস
- আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ ব্যাংক

(CPD: 2019)

ঠাকুরগাঁও জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি

যুবকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান যেমন- শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

- **সরকারি প্রতিষ্ঠান**

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
- জেলা কৃষি অফিস
- জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
- জেলা মৎস্য অফিস
- জেলা সমাজসেবা অফিস
- জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসারের কার্যালয়
- ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ
- ঠাকুরগাঁও সরকারী মহিলা কলেজ
- শহীদ আকবর আলী কারিগরি কলেজ

- **বেসরকারি সংস্থা/ এনজিও**

- বাণিজ্যিক ব্যাংক
- ঠাকুরগাঁও সিসিআই (চেম্বার অব কমার্স)
- এনজিও

(CPD: 2019)

কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

- **কর্মশালার উদ্দেশ্য**
  - *ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন যুব গোষ্ঠী, পরিষেবা সরবরাহকারী (যেমন- শিক্ষা এবং দক্ষতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান) এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারীদের কার্যকারিতার (সরকারী, বেসরকারী এবং সিএসও) সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।*
- **কর্মশালার কাঠামো**
  - *কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের ৩ টি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হবে:*

    ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

    খ) ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা;

    গ) বেতন/ মজুরিভিত্তিক কাজ।
- **'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**
  - তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা বোঝার জন্য;
  - যুবক, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) 'দক্ষতা', 'স্বচ্ছতা' এবং 'জবাবদিহিতা' মূল্যায়ন করা;
  - স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুবকদের দক্ষতার ব্যবধানের মূল্যায়ন করা;
  - শিক্ষা, দক্ষতা এবং চাকরির সুযোগের ক্ষেত্রে মহিলা, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, এবং যারা শিক্ষা, কর্মসংথান এবং প্রশিক্ষনে নেই এমন তরুণদের পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন করা;
  - নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
  - যুবকদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারি ও বেস্বরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমুখী হতে পারে, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

- **‘ব্যবসায় এবং উদ্যোগ’ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**
    - তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্খা বোঝা;
    - যুবকদের ব্যবসায়ের/ উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি / বেসরকারি অফিসের পরিষেবার ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
    - বিভিন্ন ব্যবসায়/ উদ্যোগে যুবনারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন বা অনুসন্ধান করা;
    - নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যবসায়/ উদ্যোগ বিষয়ে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের/ অংশীদারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
    - যুব উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভরদের ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী অফিসের বিদ্যমান পরিষেবাগুলো কীভাবে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবদিহি করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

- **‘মজুরি কর্মসংস্থান’ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**
  - তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্খা বোঝা;
  - যুবসমাজের কর্মসংস্থান করে থাকে এমন বিভিন্ন সরকারি দফতরের ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
  - যুবসমাজের কর্মসংস্থান করে থাকে এমন বিভিন্ন বেসরকারি দফতরের ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
  - যুবসমাজের দক্ষতার ক্ষেত্রে দক্ষতার যে ঘাটতি/ ব্যবধান রয়েছে তা মূল্যায়ন করা এবং কোন পেশায় কি ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা খুঁজে বের করা;
  - উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে নারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করা;
  - বিভিন্ন ব্যবসায়/ উদ্যোগে যুবনারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন বা অনুসন্ধান করা;
  - শিক্ষা, কর্ম ও প্রশিক্ষণে নেই যারা তাদের চাকরির প্রতি অনাগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করা;
  - নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যবসায়/ উদ্যোগ বিষয়ে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের/ অংশীদারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
  - যুব উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভরদের ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী অফিসের বিদ্যমান পরিষেবাগুলো কীভাবে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবদিহি করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

ধন্যবাদ